# বাংলা-প্রেমের বিড়ম্বনা

## অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্নদাশঙ্কর রায় এক মোক্ষম প্রশ্ন তুলেছিলেন : তেলের শিশি ভাঙলো বলে খুকুর পরে রাগ করো / তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা বাংলা ভেঙে ভাগ করো, তার বেলা ? . . . যাদের এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কথা, সেই 'ধেড়ে খোকা'রা আজও উত্তর দেয় নি, দিতে পারে নি ।

আরেক খুকুর মা কাকলিও পারে নি । খুকু যখন প্রশ্ন করেছিলো -- মা, জানো তো, শুভ ওর মাকে মামি বলে । মেঘলা বলেছে শুভর মামি-ই নাকি ওর মা । তাই কি হয় মা কখনো ? কাকলি উত্তর দেয়নি, উল্টে প্রচন্ড বকা দিয়েছে -- ফের যদি এসব বাজে কথা বলবে তো চড় খাবে । ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে খুকু, কী যে দোষ করল বুঝতেই পারেনি ।

রাগ । রাগে মেয়েকে বকেছিলো কাকলি । মা'কে মাম্মি, বাবাকে ড্যাডি , শুনলেই মাথা গরম হয়ে যায় ওর । যদিও মনে মনে কষ্টও হচ্ছিল, বেচারি খুকুটার নরম মনে আঘাত দিল । আসলে কাকলির রাগটা অন্যত্র । তার নিজের গভীর বাংলা প্রীতি আর প্রতিবেশীদের আচার-আচরণ -- এ দু'য়ের দ্বন্দ্ব নিয়ে বেজায় বিপাকে পড়ে আছে সে । বলতেও পারে না কাউকে মন খুলে, রাগের সেটাও আরেকটা কারণ ।

সকাল বেলায় একটু বারান্দায় আল্‌তো রোদে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙারও জো নেই । মুখোমুখি বাঁ দিকের ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে মূর্তিমান হাজরাবাবু হাজির । হাফ প্যান্ট । লোমশ পা । মুখভর্তি পেস্টের ফ্যানা নিয়ে তার মধ্যেই দন্তপাটি বের করে গদগদ গলায় বলেন -- গুড মর্নিং ম্যাডাম । কষ্ট করে কৃত্রিম হাসি দিয়ে ভদ্রতা দেখায় কাকলি -- সুপ্রভাত । বলে একটু পরেই ভেতরে চলে আসে । যত্ত সব ! নতুন এসেছে হাজরা পরিবার । এর মধ্যেই বেশ কয়েকদিন, বলতে গেলে প্রায় রোজই, ওই একই 'কন্দর্প'কান্তির মুখ থেকে ইংরিজিতে প্রভাত সম্ভাষণ শুনতে হয়েছে কাকলিকে ; বিনিময়ে প্রতিবার বাংলা 'সুপ্রভাত' জানিয়েছে সে । হাজরাবাবুর তাতে খুশি হননি । প্রথমে হাসি বন্ধ হয়েছে , তারপর গম্ভীর গোঁসা মুখ । . . .এবার সমস্যা হল খুকুকে নিয়ে । হাজরার মেয়ে টুম্পা খুকুর খেলার প্রিয় সাথী , কিন্তু ওদের দু'জনের খেলা বন্ধ করে দিয়েছে টুম্পার বাবা । 'সুপ্রভাত' আর 'গুড মর্নি'-এর জাঁতাকলে পড়ে বন্ধু হারালো বেচারি খুকু । কাকলির মায়া হয়, প্রিয় সাথী হারিয়ে বিমর্ষ খুকু ঘুরঘুর করে সারা বিকেল, বড় কষ্ট লাগে । কিন্তু কী-ই বা করার আছে !

পাশের ব্লকে সেনগুপ্তদের একটা ছোট মেয়ে আছে, খুকুরই বয়িসী । আলাপ হয় নি, মনে হয় ফ্যামিলিটা ভালোই । সেনগুপ্তবাবু বাংলার অধ্যাপক, ধুতি পরেন । স্ত্রী ডাক্তার । একটু ডাঁট আছে ঠিকই কিন্তু রাস্তায় দেখা হলে হাসেন, ঘরে আসতে বলেন । সেদিন সন্ধ্যেবেলা চলেই গেল কাকলি মেয়েকে নিয়ে । সাদর আপ্যায়ন হল । বসার ঘর ভর্তি বই, বেশির ভাগই বাংলা, বেশ কিছু লিট্‌ল ম্যাগাজিন গুছিয়ে রাখা । কাকলি তৃপ্তির শ্বাস ছাড়ে । একটু পরেই 'আন্টি, আন্টি' বলে ছুটে আসে ওদের ছোট্ট মেয়েটা । প্রাণবন্ত খুব । চোখে মুখে কথা বেরোচ্ছে যেন ; বেশ লাগে প্রথম নজরেই ।
-- কী নাম তোমার ?
-- মাই নেম ইজ পামেলা সেনগুপ্তা ।
একটু ধাক্কা লাগে কাকলির । . . যাক গে ।
-- খুব বই পড় নিশ্চই, কী বই বেশি ভালো লাগে তোমার ? কাকলি আলাপ ঘন করার চেষ্টা করে, গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে খুকু ।

-- এ বইগুলো তো সব ড্যাডির । মাম্মি তো সময়ই পায়ন না পড়ার, আমার কমিক্‌স খুব ফেভ্‌রিট । আবোল তাবোলের পোয়েম্‌সগুলো আমার মুখস্থ , বলব আন্টি ?
-- অ্যাঁ ? . . . হ্যাঁ হ্যাঁ, বল না , খুকুও বলবে তারপর ।
একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল কাকলি , মনটা যেন ছিটকে যাচ্ছে । বাংলার অধ্যাপকের মেয়ে ...... ! সামনের সোফায় বসা পামেলার মা কিছু আঁচ করলেন কিনা কে জানে । খানিকটা অযাচিত কৈফিয়তের ভঙ্গীতে বললেন -- মেয়েটার গল্প কবিতার বইয়ের ওপর খুব ঝোঁক, জানেন ! মুশকিল হল বাংলাটা খুব ভালো শেখেনি ,স্কুলে বাংলা বেশি শেখায় না তো ! তবে ইংলিশে ওকে কেউ হারাতে পারে না, নিজেদের মেয়ে বলে বলছি না ।

কাকলির বন্ধু-সন্ধান শেষ হয়ে গেছে এর মধ্যেই । খুকু বন্ধু খুঁজে নিয়েছে ঠিক । কিন্তু কাকলির সেই রাগ, মাইগ্রেনের মত মাথায় দপ্‌দপ্‌ করে । এত অধঃপাতে গিয়েও বাঙালির এত দেমাক কেন সে বোঝে না । অসহ্য ! কিন্তু কোথায়ই বা পালিয়ে যাবে , বুঝতে পারে না ।

কাকলির বর দেবব্রত । কট্টর বঙ্গপ্রেমী । ফোন নম্বর সবসময় বাংলায় বলে, অফিস নোট বাংলায় লেখে , কখনো ‘দূরভাষ’ ছাড়া ‘ফোন’ বলে না । গুড মর্নিং, ওকে, থ্যাঙ্কিউ, সরি এসব নিত্য-ব্যবহার্য উপকরণ দেবব্রত সযত্নে পরিহার করে । কষ্ট করে আয়ত্ত করতে হয়েছে তাকে মাতৃভাষা ব্যবহারের প্রতি একনিষ্ঠ সততা । এরকম প্রশংসনীয় নিষ্ঠা বাঙালিদের মধ্যে প্রায় দেখাই যায় না ।

তবু এহেন একজন বাংলাপ্রেমীকে প্রায়শই খোঁচা খেতে হয় সহকর্মীদের কাছে । এই তো সেদিন তার অফিসের পি. আর. ও. নিরীহ মুখ করে বললেন -- দেবুবাবু, আপনার তো ফোন নাম্বার খুব মনে থাকে ; আমাদের দিল্লী ব্রাঞ্চ অফিসের ফোন নাম্বারটা মনে আছে ?
-- হ্যাঁ আছে । লিখুন, শূন্য এক এক, ছয় তিন চার . . .
হাঁ হাঁ করে মাঝ পথে থামিয়ে দেন পি আর ও ; -- দাঁড়ান দাঁড়ান । ওই শূন্য এক এক , মানে জিরো ওয়ান ওয়ান, তাই বললেন তো ! এটা কিসের নাম্বার মশাই ?
-- কেন, দিল্লীর এস টি ডি কোড নম্বর !
-- ওই দেখুন দেবুবাবু, সব সময় বাংলা বাংলা বলে ভাষণ দিচ্ছেন, বাংলা ইউজ করছেন সাত্বিক বামুনের মত, তাহলে ‘এস টি ডি’ বলছেন কেন ? বাংলায় বলুন !
খ্যাক খ্যাক করে দু’একজন এপাশ ওপাশ থেকে হেসে ওঠে । দেবব্রত চুপ করে যায় । এটা যে সচেতনভাবে ওকে বিদ্রূপ করার জন্যই সাজানো হয়েছে, এখন বুঝতে পারে ; মনের ব্যথা মনেই রেখে দেয় । এ ধরনের ব্যাপার প্রায়ই ঘটে অফিসে । বাংলাকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসার দোষে ক্রমশ যেন একলা হয়ে যাচ্ছে সে । কিন্তু গোলমালটা কোথায়, দোষটা কিসের, বুঝতে পারে না ।

ছেলেবেলায় বুলগানিন ক্রুশ্চেভ-এর কলকাতা সফর মনে আছে তার ; সর্বত্র সঙ্গে সঙ্গে দোভাষী ঘুরছে । ভাষণ, বিবৃতি, সাক্ষাৎকার, কথোপকথন, সব তাঁদের রুশ ভাষায়, দোভাষী ইংরিজিতে অনুবাদ করে দিচ্ছে । এখনো রাশিয়া, চীন, স্লাভ দেশ, বা কিউবার জনপ্রতিনিধিরা বিদেশে গেলে তাদের মাতৃভাষাতেই কথা বলেন, প্রয়োজনে দোভাষীর সাহায্য নেন । এইসব উচ্চপদস্থ রাষ্ট্রীয় নেতারা , আমলারা কিংবা ওদের বুদ্ধিজীবীরা ইংরিজি জানেন না - এমন ভাবলে মূর্খামি হবে ; তাঁরা ইংরিজি বিলক্ষণ জানেন কিন্তু কথা বলেন মাতৃভাষায়, পরিপূর্ণ গর্বের সঙ্গে ।

আর আমাদের দেশে ? এই বঙ্গভূমিতে ? বাংলা ভালো না-জানা আর কথায় কথায় ইংরিজি শব্দ বাক্যাংশ বাবহার করাটা যেন গর্বের ব্যাপার । সভা-সমিতি-সেমিনার-আলোচনাচক্রে দেখা যায়, হলভর্তি শতকরা পচানব্বুই ভাগ শ্রোতা বাঙালি হওয়া সত্বেও মঞ্চস্থ বক্তা বুক ফুলিয়ে ইংরিজিতে বলে যাচ্ছেন , বৈজ্ঞানিক বা

প্রযুক্তির গবেষণাপত্র পেশ করা অবশ্য অন্য কথা । এর মধ্যে কদাচিৎ দু'একজন ব্যক্তিত্ববান সাহসী বক্তা বাংলায় বললে অনেক বাঙালি দর্শকই মনে মনে বক্তার কৃতিত্বকে খাটো চোখে দেখে । যেন ইংরিজিতে বলতে না-পারার অক্ষমতাই 'আসলে' বাংলা বলার কারণ ।

এই ''আত্মঘাতী বাঙালি '' শিক্ষিতকুল এখন সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ । অথচ এই সমাজেই আদর্শনিষ্ঠ বাংলাপ্রেমীদের থাকতে হবে , চলতে ফিরতে হবে , কথা বলতে হবে , কথা শুনতে হবে । নিজেদের জেদটাকে ধরে রাখতে হলে , বাংলাকে যোগ্য মর্যাদার জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখতে হলে, রাগ দুঃখ বিরক্তিতে সরে গিয়ে লাভ নেই । এই সমাজে সহনশীলতার পদ্ধতি নির্বাচন করে নিতে হবে নিজেদেরই । আর, কাকলি - দেবব্রতদের এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, বাংলাভাষাকে ভালোবাসা মানে কিন্তু ইংরিজির প্রতি বিদ্বেষ নয় ; যেমন নারীমুক্তি মানে পুরুষ-বিদ্বেষ নয় । এটা মাথায় রাখা জরুরী ।